সারসংক্ষেপ (Abstract)

বাংলা বানানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত (১৯৩৬-২০২২)

গবেষক: শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়

পিএইচ.ডি নিবন্ধন সংখ্যা: AOOBE1100117

নিবন্ধন তারিখ: ২৭/ ১১/ ২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক: অধ্যাপিকা গোপা দত্ত

বাংলা বানানবিধির সঙ্গে অ-ব্যাকরণগত যে-সব উপাদান সংশ্লিষ্ট থাকে, সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের স্বরূপ উন্মোচন বর্তমান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে বাংলা বানান বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার সংখ্যা নিতান্ত কম। বর্তমান গবেষণা সেই শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করবে।

প্রথম অধ্যায়টি বর্তমান গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামোর মুখবন্ধ-স্বরূপ। কেন একটি বানানবিধি ব্যর্থ হয় — তা এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। বর্তমান অধ্যায়ের শেষে বানান-নিয়ন্ত্রক কয়েকটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি হল: অপ্রাতিষ্ঠানিকতা, সাক্ষরতা, ধর্ম, রাজনীতি, লিপি, প্রযুক্তি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিদেশি শব্দের বানানে মনোনিবেশ করা হয়েছে। বিশ্বভারতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য সংসদ, *আনন্দবাজার পত্রিকা,* বাংলা একাডেমি (ঢাকা) এবং *প্রথম আলো* পত্রিকাগোষ্ঠী বিদেশি শব্দের বানান কীভাবে লিখছেন, তা নিরীক্ষা করা হয়েছে। তৎসম-তদ্ভব শব্দের মতো বিদেশি শব্দের বানানও বহুবিধ সামাজিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ক্রিয়াপদের বানানে সামাজিক প্রভাব। ক্রিয়াপদের বানানের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে আমরা সুনির্দিষ্ট বিধির অভাব লক্ষ করেছি। বর্তমান গবেষণা পর্যায়ের শেষে সামাজিক দিক থেকে ব্যবহার্য কিছু বিকল্প বানানের প্রস্তাবও পেশ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বানান এবং লিপির আন্তঃসম্পর্ক নিরীক্ষিত হয়েছে। 'সর্বভারতীয় লিপি' নির্মাণের বিষয়ে ইতোপূর্বে যে-সব উদ্যোগ নজরে পড়ে, প্রথমে সেগুলি আমরা খতিয়ে দেখেছি। বানান এবং লিপির সূক্ষ্ম ভাষাতাত্ত্বিক স্তরে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রমিত বানানের দ্বি-উপাদান গঠন ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বাংলা বিকল্প বানানের মূল মাইলফলকগুলি স্পর্শ করা হয়েছে **পঞ্চম অধ্যায়ে**। প্রমিত বানানের প্রতি ব্যাকরণগত আপত্তি থেকে খুব কম ক্ষেত্রেই বিকল্প বানান গড়ে ওঠে। বরং বিকল্প সম্ভাবনার পিছনে প্রণোদনা হিসাবে কাজ করে বিবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ। কয়েকটি নির্দিষ্ট উদাহরণের সাপেক্ষে বর্তমান অধ্যায়ে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশে বানান সংস্কারের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশের বাংলা বানানে সামাজিক উপাদানের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশে ব্যক্তিগত প্রবণতা, ধর্মীয় আবেগ, রাষ্ট্রিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি দ্বারাই প্রধানত বাংলা বানানের গতিপথ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের মূল অবলম্বন ক্ষেত্রসমীক্ষা। আকাদেমির বানানবিধি কেন ব্যর্থ, তা অধ্যায়ের শেষে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

এই সাতটি অধ্যায় জুড়ে তাত্ত্বিক কাঠামো স্থাপনের পর **উপসংহার** অংশে ভবিষ্যতের বাংলা বানানবিধির অভিমুখ নির্ণয়ের প্রয়াস করা হয়েছে। **পরিশিষ্ট** অংশে দু'জন বানান বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার সংযোজিত হয়েছে।